যায়যায়দিন

তারিখ
পৃঃ কলাম

চট্টগ্রামে চারুকলা কলেজ শিক্ষক সঙ্কটে বন্ধ হতে চলেছে

চট্টগ্রাম অফিস

চট্টগ্রামের বাদশা মিয়া রোডে অবস্থিত দেশের একমাত্র সরকারি চারুকলা কলেজটি শিক্ষক সঙ্কটে বন্ধের উপক্রম হয়েছে। বর্তমানে ২৫০ শিক্ষার্থীর এ কলেজটিতে ১৬ শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও রয়েছেন মাত্র পাঁচজন। তাদের প্রায় সবারই বছরখানেকের মধ্যে অবসরে চলে যাওয়ার কথা। সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, সরকারি নিয়োগ বিধি অনুযায়ী নতুন শিক্ষক নিয়োগ অথবা এ কলেজকে ইন্সটিটিউটে রূপান্তরিত করে সাবেক ও বর্তমান অভিজ্ঞ শিক্ষকদের বহাল রাখার ব্যবস্থা করা না হলে এ প্রতিষ্ঠানের শত শত শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন ঘোর অনিশ্চয়তায় নিপতিত হবে।

জানা যায়, শিল্পী রশীদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি সাহিত্যিক আবুল ফজলসহ চট্টগ্রামের কয়েকজন গুণী ব্যক্তিত্বের প্রচেষ্টায় ১৯৭৩ সালে বেসরকারি উদ্যোগে এ কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কলেজটি আর্থিক সঙ্কটের কারণে নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে থাকে। এ কারণে ১৯৮৪ সালে কলেজটি সরকারিকরণ করা হয়। ১৯৯২ সালে তৎকালীন বিএনপি সরকার কলেজটির উন্নয়নের জন্য চার কোটি টাকার বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করে। ১৯৯৯ সালের ১১ মার্চ আওয়ামী লীগ সরকার কলেজটিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সঙ্গে একীভূত করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি স্বতন্ত্র ইন্সটিটিউট হিসেবে প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। ইন্সটিটিউট স্থাপনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট করেন। রিটটি খারিজ হয়ে গেলে পরে তিনি লিভ টু আপিলের আবেদন করেন। ২০০২ সালের ২০ জুলাই পৃঃ ১৫ : ১১ কঃ

চট্টগ্রামে চারুকলা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আপিল বিভাগে মামলাটি খারিজ হয়ে যায়। এ রায়ের ফলে ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোনো আইনগত বাধা না থাকলেও এক শ্রেণীর প্রভাবশালী শিক্ষকের চাপে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটে চারুকলা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তটি বাতিল হয়ে যায়।

অন্যদিকে চারুকলা বিষয়ের শিক্ষকদের জন্য কোনো সরকারি নিয়োগ বিধি না থাকায় দীর্ঘ দিন ধরে এ কলেজের শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ করা যাচ্ছে না। ২০০৯ সালের মধ্যে চারুকলা বিষয়ের অধিকাংশ শিক্ষক অবসর নিলে কলেজে পাঠদানের জন্য ন্যূনতম শিক্ষকও থাকবে না। ফলে তীব্র শিক্ষক সঙ্কটের মুখে দেশের একমাত্র সরকারি চারুকলা কলেজটির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠবে।

অভিজ্ঞ মহল মনে করেন, চট্টগ্রাম সরকারি চারুকলা কলেজের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে এ প্রতিষ্ঠানটিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অথবা দেশের যে কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি আলাদা ইন্সটিটিউট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।